১২ দিন পর থানায় মামলা, প্রধান আসামি নুর ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা বাজারে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে মারধর, শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের ভাইরাল ঘটনায় অবশেষে মামলা হয়েছে। ঘটনার ১২ দিন পর গতকাল বুধবার গাংনী থানায় ভুক্তভোগী আলপনা খাতুনের এজাহারের ভিত্তিতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। মামলায় স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলামসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আলপন খাতুন। মামলায় নুর ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, সিদ্দিক আলী, জালাল আলী ও রাজু আলীকে আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বাড়িতে প্রবেশ, মারধর, শ্লীলতাহানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৪ মে সকালে নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে আলপনা খাতুনকে গালিগালাজ করতে করতে তার বাড়িতে প্রবেশ করেন অভিযুক্তরা। তিনি প্রতিবাদ করলে সংঘবদ্ধভাবে তার ওপর হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে তাকে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারা হয় এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। তাকে রক্ষা করতে গেলে তার ছেলে বেল্লাল হোসেনকেও মারধর করা হয়। হামলার সময় তার গলায় থাকা প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে এক নারীকে প্রকাশ্যে মারধরের দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওটি ভাইরাল হলে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে।

ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন আলপনা খাতুন একটি ধর্ষণ মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশের নামে নির্যাতন করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দিলেও তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে বুধবার গাংনী থানায় মামলাটি রেকর্ড হয়।

এদিকে নুর ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রভাব খাটানো ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। কয়েক মাস আগে এক ধর্ষণ মামলার বাদীকে আদালতে যেতে বাধা দেওয়া, আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগেও তিনি আলোচনায় আসেন। তবে ওই সময় তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

গাংনী থানার পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়গুলো তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে এখনো আলোচনা চলছে। ভাইরাল হওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে (২৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের প্রধান গেটসংলগ্ন সড়কে পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার জেরে মিয়ারুল ইসলাম ভিকটিম হাসিবুর রহমান সাগরকে লক্ষ্য করে গলায়, বুকে ও হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে ভিকটিম রক্তাক্ত জখম হয়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার তিন দিন পর, গত ২৬ জুলাই সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার প্রেক্ষিতে ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দ্রুতই অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে চর দখলকে কেন্দ্র করে তৌহিদুল সরদার (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা মামলায় প্রধান আসামি ইদ্রিস সরদার (৫৫)-কে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

গতকাল সোমবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাব-১২ এর কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কমান্ডার খন্দকার গোলাম মর্তুজা।

গ্রেফতারকৃত ইদ্রিস সরদার মিরপুর উপজেলার নওদা খাদিমপুর এলাকার মৃত আব্দুল কাদের সরদারের ছেলে।

র্যাব-১২ জানায়, গত রোববার (১০ নভেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওদা খাদিমপুর এলাকায় পদ্মা নদীতে জেগে উঠা চর দখলকে কেন্দ্র করে আগ্নেয়◌াস্ত্র এবং দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় তৌহিদুল সরদার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় সোমবার সকালে মিরপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর ০৭।

এদিকে, এই হত্যার ঘটনায় র্যাব গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করলে রোববার সন্ধ্যা ৬টায় কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার হিড়িমদিয়া গ্রাম থেকে হত্যা মামলার এজাহারনামীয় প্রধান আসামি ইদ্রিস সরদারকে আটক করা হয়। পরে তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে

মিরপুর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় বলে জানিয়েছে র্যাব-১২।

কুষ্টিয়ায় কিশোরী নির্যাতন মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গা বাজারে র্যাবের অভিযানে কিশোরী নির্যাতন মামলার প্রধান আসামি ইসমাইল হোসেন (৫০) গ্রেফতার হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দৌলতপুর উপজেলার একটি চায়ের দোকান থেকে তাকে আটক করেন। তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার ক্ষেমিড়দিয়া গ্রামের মৃত মুক্তার সদ্দারের ছেলে।

ইসমাইল হোসেন ২৮ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার দক্ষিণ পাড়া গ্রামে একটি কিশোরীকে নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনার পর কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে ভেড়ামারা থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পর র্যাব সদস্যরা আসামির অবস্থান শনাক্ত করে তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান শুরু করেন।

র্যাব জানায়, গ্রেফতার হওয়া আসামিকে পরে ভেড়ামারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দর্শনায় সাবেক কাউন্সিলহরকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে

শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

নাটোরের হত্যা মামলার প্রধান আসামি মেহেরপুরে গ্রেফতার

নাটোরের গুরুদাসপুর থানার একটি হত্যা মামলায় আত্মগোপনে থাকা প্রধান আসামি মোঃ হায়দার আলী (২৩)কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ গাংনী ক্যাম্প।

আজ রবিবার (২ জুন) ভোররাতের দিকে গাংনী পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ ইছাহাক আলীর বাড়িকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান এই গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।গ্রেফতারকৃত হায়দার আলী নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার কুমারখালী গ্রামের মোঃ আশরাফ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত হায়দার আলী নাটোরের গুরুদাসপুর থানার মামলা নং-২২, তারিখ-২৪/০৫/২৪ ইং, ধারা-৩২৬/৩০২/৩০৭/ ১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় প্রধান আসামি। মামলার পর সে গ্রেফতার এড়াতে গাংনী পৌর শহরে আত্মগোপনে ছিলেন।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ

মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান,
গ্রেফতার পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতারকৃত হায়দার আলীকে কোম্পানী কমান্ডার, সিপিসি-২, নাটোর, র্যাব-৫, রাজশাহীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েয়ছে।

চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলার প্রধান আসামির ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমিরদিয়া গ্রামে স্ত্রী নয়ন তারাকে রড দিয়ে হত্যা ও কন্যা শিশুকে আহত করার প্রতিবাদে তার স্বামী আনোয়ার ও অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে পিরোজপুর এলাকাবাসী।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার সামনে মানববন্ধন করে পিরোজপুর এলাকাবাসী ও স্বজনেরা।

উল্লেখ যে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমিরদিয়া গ্রামে স্ত্রী সাদিয়া সুলতানা ওরফে নয়নতারাকে(৩৫) লোহার রড দিয়ে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।মামলায় স্বামী আনোয়ার হোসেন সহ তার ভাই ভাবিকে আসামি করা হয়।

গত মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন নিহতের মা মাছুরা খাতুন। তবে এই মামলার প্রধান আসামি স্বামী আনোয়ার হোসেন কে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে পরকীয়া সম্পর্কে সন্দেহ স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য কহল চলে আসছিলো। এরই জের ধরে সোমবার রাত আটটার সময় তাদের ভিতরে কথাকাটির এক প্রেক্ষিতে লোহার রড দিয়ে স্বামী আনোয়ার হোসেন তার স্ত্রী নয়ন তারাকে লোহার রড দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে এতে ঘটনাস্থলে মারা যান স্ত্রী নয়ন তারা। মাকে ঠেকাতে গিয়ে মাথায় রডের আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস টুনি। আনোয়ার-নয়নতার দম্পত্তির এক ছেলে এক মেয়ে।

এ সময় মানববন্ধন কারী পিরোজপুর এলাকাবাসী ও স্বজনেরা নয়নতারার খুনি স্বামী আনোয়ারের দ্রুত গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবি জানান।

মেহেরপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদ আটক

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল ইজাজে অটোরিকশা চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদকে (২০) আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

নাহিদ সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে ও এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি। সেই সাথে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার বিষয়ে সব তথ্য প্রদান করেছে। শুধুমাত্র তার অটো ছিনতাইয়ের জন্যই আব্দুর রহমানকে হত্যা করে সে। ছিনতাই করা অটোটি মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন নাহিদ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম রাত ১১ টার সময় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে এই হত্যা মামলার অপর দুই আসামি
ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ।

গত সোমবার (১২ জুন) ভোরের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে।

গত রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর চারদিন আগে নাহিদ চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার কথা বলে অটো চালক আব্দুর রহমানকে ডেকে নেন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

মেহেরপুরে পর্ণোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে গৃহবধুর পর্ণোগ্রাফি আইনে দায়ের করা মাসলার আসামি রফিকুল ইসলাম (৫০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা গ্রামের বেলতলাপাড়া এলাকার মৃত ফজের আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে বিকালের দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে গাংনী পৌর এলাকার উত্তরপাড়া গ্রামের কাঠমিস্ত্রি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী তার বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি রবিউল ইসলাম বিভিন্ন সময় তাকে প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসতো। এতে মামলার বাদী রাজি না হওয়ায় আসামি তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মান-সম্মান নষ্ট করার ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলাতে বাধ্য করে। একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী সংসার ছেড়ে রবিউল ইসলামের সাথে বিয়ে করে নেয়। সংসারের ১৫ দিনের মাথায় জানতে পারে রবিউল ইসলাম এর আরও একটি স্ত্রী রয়েছে। তাই সে রবিউল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্বের স্বামীর কাছে চলে আসে। এরপর আসামি রবিউল ইসলাম আরও

বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ১৫ দিনের সংসার জীবনের বিভিন্ন শারীরিক সম্পর্কের গোপনে ধারণকৃত ভিডিও বর্তমান স্বামী জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠিয়ে সংসার নষ্ট করার চেষ্টা করে।

রবিউল ইসলাম ইতোপূর্বে গোপনে ধারনকৃত ছবি ও ভিডিও তার বর্তমান স্বামীর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠানোর হুমকি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য কুপ্রস্তাব দেয়। এতে বাদী নিরুপায় হয়ে কখনো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে তার সাথে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্ক করে।

কিছুদিন পূর্বে বাদি অবৈধ সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় তার ১১ বছর বয়সী শিশু লিজনকে মোটরসাইকেলে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তুলে নিয়ে যায়। পরে বাদি রবিউল ইসলামের সাথে শারীরিক সম্পর্কে রাজি হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেও জানান জিয়াউর রহমানের স্ত্রী।

আসামি গত ২ এপ্রিল বাদীর নগ্ন ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার স্বামীর মোবাইলে পাঠিয়ে সংসার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জিয়াউর রহমানের স্ত্রী গত শুক্রবার (১৪ এপ্রিল) রাতে রবিউল ইসলামকে আসামি করে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে নারীর অজ্ঞাতে তার নগ্নছবি মোবাইল ফোনে ধারন করে অন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও মানসিকভাবে মর্যাদাহানি করার অপরাধ আইনে মামলা দায়ের করেন।